ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সারসংক্ষেপ

গবেষক

অঙ্কন রায়

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২৪

[গবেষণা শিরোনাম]

ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস: ১৯৪৭ থেকে ২০১৫

সমসাময়িক বিশ্বে রাষ্ট্রহীনতার সমস্যা প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রেই বিরাজমান। ইউরোপ, আফ্রিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর থেকে তা আরো স্পষ্ট হতে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পর্বে এক এক করে রাষ্ট্রগুলি (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ ইত্যাদি) স্বাধীনতা অর্জনে করে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনোত্তর পর্বে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত ও পাকিস্তান (পরবর্তী বাংলাদেশ) রাষ্ট্রহীনতার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস অনুসন্ধান করলে কখন কোচ-মুঘল দ্বন্দ্ব, ভ্রাতৃঘাতি বিবাদ, আবার কখন ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে সীমানা নির্ধারণের মত ঘটনা উঠে আসে। স্বাধীনোত্তর সময়ে দেশভাগ দুই দেশের সীমানায় একাধিক সমস্যার অভিমূখ হয়ে দাঁড়ায়। এই সমসাময়িক সময়ে ঔপনিবেশিক সরকারের তত্ত্বাবধানে সীমানার মানচিত্র তৈরির দ্বায়িত্বভার সিরিল্ র‍্যাডক্লিফ্‌কে দেওয়া হয়। কিন্তু দুই দেশের বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডগুলি দৃষ্টিগোচর না হওয়ায়, তাঁর মানচিত্রে এই ছিটমহলগুলি স্থান পায়নি এবং তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ অমীমাংসিত থেকে যায়। যার ফল স্বরূপ সেখানকার অগণিত মানুষ রাষ্ট্রহীন হয়ে পরে।

ছিটমহলকে বলতে বোঝায় একটি রাষ্ট্রের ভূখন্ড যখন অন্য একটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের (Host Country) অভ্যন্তরে বিক্ষিপ্ত ভাবে অবস্থান করে। ভারত ও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রায় ১লক্ষের মত ছিটমহলের অধিবাসী রাষ্ট্রহীনতার স্বীকার। (Amar Roy Pradhan, Rule of Jungle, 1999)। এই ‘অ-নাগরিক’ মানুষগুলির কাছে মানবাধিকার ছিল অধরা। যারা ছিল উভয়

রাষ্ট্রের কাছেই নাগরিক সুবিধার নূন্যতম অধিকার থেকে বঞ্চিত ও অবহেলিত। UNHCR (1948), এর ১৫ নং অনুচ্ছেদে 'প্রতিটি ব্যক্তির নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে'। অথচ, ২০১০ সালের ছিটমহলগুলির লোকগনণায় ভারত ও বাংলাদেশের প্রায় ৫১ হাজার মানুষ ছিল রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের পরিসংখ্যান উঠে আসে।

ভারত স্বাধীন (১৯৪৭) হওয়ার পর কুচবিহার 'করদ মিত্র' রাজ্য হিসাবে ১৯৪৯ সালে ১২ সেপ্টেম্বর 'Cooch Behar Merger Agreement' দ্বারা ভারতীয় ভূখন্ডে সংযুক্ত হয়। পরবর্তীকালে দুই দেশের সরকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আলোচনায় বসে। ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার 'Passport Act.' কার্যকারী করলে ছিটমহলের অধিবাসীরা প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মূল ভূখন্ডে প্রবেশের ক্ষেত্রে বাঁধার সম্মুখীন হয়। এই পরিসরে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের অধিবাসীরা দৈনন্দিন জীবনে একাধিক প্রতিবন্ধকার স্বীকার হতেন। এই প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে তাঁরাও সংগঠিত হতে শুরু করে। যা ১৯৯০ এর দশকে তাদের সমস্যাকে আঞ্চলিক থেকে আন্তর্জাতিক স্তরের কাছে পরিচিত করিয়েছিল।

স্বাধীন দুই দেশভাগের পরপরেই সমস্যা সমাধানে উদগ্রীব হয়ে ওঠে ও উভয়ে একধিক চুক্তি সাক্ষর করে, যেমন- ১৯৫৮ সালে 'নেহেরু-নুন চুক্তি', ১৯৭৪ সালে 'ইন্দিরা-মুজিব' (স্বাধীন বাংলাদেশ), অথবা ১৯৯২ সালের 'তিনবিঘা চুক্তি' (আঙ্গারপোতা-দহগ্রাম সংযুক্তিকরণ) ইত্যাদির। 'তিনবিঘা চুক্তি' কিছুটা ফলপ্রসূ হলেও সামগ্রিক সমাধানে ব্যর্থ হয়।

২০১০ সালে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ গোষ্ঠীর (Joint Working Group) এর উদ্যোগে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলে জনগণনা হয়। এই জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে ভারতের অভ্যন্তরে ৩৮,৫২১ জন বাংলাদেশী ছিটমহলের অধিবাসী ও বাংলাদেশের ভিতরে ১৪,৮৬৩ জন

ভারতীয় ছিটমহলের অধিবাসীদের মোট জনসংখ্যা প্রকাশ্যে আসে। (ভারতীয় ১১১ টি ছিট ও বাংলাদেশের ৫১ টি ছিট) ।

২০১১ সালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হয়, সেখানে ১৯৭৪ সালের চুক্তিতে প্রস্তাবিত 'ছিটমহল বিনিময়' নিয়ে আলোচনা করা হয়। কিন্তু ২০১৩ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় পার্লামেন্টে বিলটির সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীকালে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে ২০১৫ সালে উভয় দেশের 'ছিটমহল বিনিময়ের' দ্বারা রাষ্ট্রহীনতা থেকে স্বাধীনতাকে স্পর্শ করে ছিটমহলের অধিবাসীরা। তাঁরা আজ উভয় দেশে নাগরিক হিসাবে নিজেকে পরিচিত করে। এর পাশাপাশি তারা কোন রাষ্ট্রের অধিবাসী হতে চায় তা তাদের হাতেই ছেড়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু সীমান্ত চুক্তির (২০১৫) ফলে ভূ-রাজনৈতিক সমাধান হলেও, বিনিময় হওয়া ছিটমহলবাসীদের একাধিক বিষয় থেকে যায় অমীমাংসিত। যারা ভারতের মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী হলেন (৯৮৭জন), প্রাথমিক অবস্থায় তাদের বসবাসের জন্য তিনটি অস্থায়ী পূনর্বাসন শিবির (দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী) নির্মাণ করা হয়। তবে অস্থায়ী শিবিরের প্রতিকূল পরিবেশে একাধিক অভিযোগ উঠে আসতে দেখা যায়। সেই অস্থায়ী শিবিরে থাকা বাস্তুচ্যুত 'নব্য নাগরিক' ও ছিট বিনিময়ে 'সাবেকি ছিটের' অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের ইতিহাস তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে।

উপরিউক্ত ছিটমহলের সাত দশকের (১৯৪৭-২০১৫) ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে, যথা- (i) বিশ্বে রাষ্ট্রহীনতার চরিত্র ও উদ্ভব, (ii) রাষ্ট্রহীনতার সমাধানে আন্তর্জাতিক আইন ও চেতনার বিকাশ, (iii) কুচবিহারের ইতিহাসে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলে উৎস, (iv) রাষ্ট্রহীনতা ও মানবাধিকারহীন জীবন সংগ্রাম, (v) ছিটমহলের আত্মপরিচিতি থেকে

‘নাগরিক’ হয়ে ওঠার ইতিহাস, সাংগঠনিক প্রতিবাদ এবং (vi) ২০১৫ সালের সীমান্ত চুক্তি ছিটমহল বিনিময় ও বিনিময়ে ফলে বাস্তুচ্যুত মানুষদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিবন্ধকতার এই বহুমাত্রিক সংকটগুলি।

গবেষণার পরিধি

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভে ১৯৪৭ সাল থেকে বিনিময় পরবর্তী ২০২১ সাল পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। এই ছিটমহলগুলি উভয় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ১১১টি ও ৫১টি বিচ্ছিন্ন ভূ-খন্ডে বিভক্ত হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডে অবস্থানের দরুণ ওই ভূভাগের অধিবাসীরা রাষ্ট্রহীনরূপে স্বাধীনোত্তর পর্বে চিহ্নিত হতেন। রাষ্ট্রহীন পরিসরে সেই অধিবাসীদের অনিশ্চিত জীবনের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। ফলে মানবাধিকারের প্রসঙ্গটি একটা অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে। এই অধিকার হীনতার সংকটের ফলে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। ১৯৪৭ পরবর্তী বিভিন্ন চুক্তির মধ্যদিয়ে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের (পরবর্তী বাংলাদেশ) মধ্যে থেকে ছিটমহল সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই সকল চুক্তির পরেও সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান করতে একাধিকবার ব্যর্থ হতে দেখা যায়। ১৯৪৭-২০১৫ সালে স্বাধীনতার (৬৮ বছর) পর ছিটমহল বিনিময়ের মধ্য দিয়ে এই সমস্যা নিস্পত্তি ঘটে। ছিটমহল বিনিময়ের পাশাপাশি সরকার কেন্দ্রীক ছিটে অবস্থানরত অধিবাসীদের নাগরিকত্ব গ্রহণের প্রশ্নে রাষ্ট্র নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। যার ফল স্বরূপ ভারতীয় ছিটমহলে ৯৮৭ জন রাষ্ট্রহীন অধিবাসী ভারতীয় মুল ভূ-খন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে। যদিও এক্ষেত্রে বাংলাদেশের ছিটমহলে থাকা অধিবাসীদের কেউ বাংলাদেশের মূল ভূ-খন্ডের নাগরিকত্ব গ্রহণে সম্মতি দেখায়নি। সেই নব্য নাগরিক ও বিনিময় পরবর্তী সাবেকি ছিটমহলের অধিবাসীদের জীবন পর্বকে ইতিহাসের আঙ্গীকে বর্তমান গবেষণার তুলে ধরা হয়েছে।

পূর্ববর্তী গবেষণায় আলোকপাত

ছিটমহল নিয়ে গবেষণা বিষয়টি প্রাথমিক ভাবে এনক্লেভ (Enclave) বা ছিটমহল বিষয়ক ধারণা নিয়ে পর্যালোচনা হয়েছে। এর সাথে ছিটমহলগুলি ভূ-রাজনৈতিক পরিসর যেমন স্থান পেয়েছে তেমনী এনক্লেভ বা ছিটমহলকে সংজ্ঞিত করা হয়েছে একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধে। এই গ্রন্থগুলি জি.ডাব্লুউ.এস. রবিনসন এর Exclaves (1959), পি.পি. করনের (Pradyumna P. Karan), A Free Access to Colonial Enclaves (1960), The India-Pakistan Enclave Problem (1966), এ. এইচ. ক্যাটুডাল এর Exclaves, Cahiers de Geographic de Quebec (1974), ব্রেন্ডেন আর. হোয়াইটের 'Waiting for the Esquimo: A Historical and documentary Study of the Cooch Behar Enclaves and Bangladesh (2004)', দেবব্রত চাকীর ব্রাত্যজনের বৃতান্ত প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল (২০১১), রূপ কুমার বর্মণ এর 'The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh (2019)', এই গ্রন্থগুলো ছিটমহল নিয়ে ধরনা দিয়েছে। এছাড়াও গবেষণাধর্মী গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি ছিটমহলের ভৌগলিক পরিসরটিকে উল্লেখ করেছেন। যা বিশ্বের এনক্লেভ এর ধারণার পাশাপাশি ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ছিটমহল নিয়ে উৎপত্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উঠে এসেছে। কিন্তু এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলিতে ছিটমহল বিষয়ে বিশ্বের সাথে ভারতীয় ছিটমহলের তুলনামুলক আলোচনা, ছিটমহলে অবস্থান করা অধিবাসীদের মানবাধিকারের সংকটের মত বিষয়গুলি উপেক্ষিত থেকে গেছে।

ছিটমহলের ভৌগলিক পরিসরে রাষ্ট্রীয় পরিচিতি থাকলেও বিচ্ছিন্ন ভূখন্ডে রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রয়োগ ছিল অধারা। এক অর্থে তারা রাষ্ট্রহীন। ২০১১ সালের যৌথ গোষ্ঠীর তত্ত্বাবধানে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল অধিবাসীদের জনগনণা করা হয়। এই দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে প্রায় ৫১

হাজারের মতো অধিবাসী রাষ্ট্রহীন রূপে বসবাস করছে। এই রাষ্ট্রহীনতার পরিচিতি বহনের মধ্য দিয়ে একাধিক প্রতিকূলতার সন্মুখিন হতে হত। এপ্রসঙ্গে প্রতিষ্ঠানিক গবেষকদের একাধিক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ হয়েছে, যে প্রবন্ধগুলি হল, Williem Van Schendel এর '*Stateless in South Asia: The Making of The India- Bangladesh Enclaves'* (২০০২), Jones, Reece '*Sovereignty and Statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh'* (2009), Shewly Hosna Johan, '*life, the Law and the Politics of Abandonment Everyday Geographies of Enclave in India and Bangladesh'* (2012), রূপ কুমার বর্মণের লেখা গ্রন্থ '*Contested Identity of Stateless Indians: A Study on the Chhitmahal-dwellers of India-Bangladesh Border Zones, (2014)', 'The Proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people of Indian enclaves of Bangladesh (2014)', "Stateless of Enclave Dwellers and Struggle of Survival; A Study on the Indian Enclave Refugees"*- (২০১৫), *'Statelessness and Struggle for Existence: Reflection on the Indian Enclaves Dwellers (1950-2017)'* (2017), *The Raidak A Transnational River: From Bhutan to Bangladesh Through India*' (2021), পার্থ প্রতিম বোসের লেখা *The Indo-Bangladesh 'Enclave' and a Disinherited People*, (২০১১), মোহম্মদ গোলাম রববানীর লেখা '*বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল: অবরুদ্ধ ৬৮ বছর (২০১৭)*, রূপ কুমার বর্মণের প্রবন্ধ 'ছিটমহল বৃত্তান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহলবাসীদের প্রান্তিকতার বিবরণ' (২০১৩), এই সমস্ত গ্রন্থ ও প্রবন্ধে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের অধিবাসিদের ভৌগলিক পরিসরে দৈনন্দিন প্রতিবন্ধতা তুলে ধরেছে। যা আন্তর্জাতিক আইনী অধিকারের সাথে যে দ্বাণ্ডিক ভিন্নতা তা প্রকাশ পেয়েছে।

ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে বিতর্ক প্রকাশ্য আসতে শুরু করে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনোত্তর পর্বে। দেশভাগের ফল স্বরূপ রাষ্টীয় সীমানা নির্ধারণগত অসম্পূর্ণতা ছিটমহলের

অধিবাসীদের সংকটের মুখে ফেলে দিয়েছিল। নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সীমানা কেন্দ্রীক অন্যতম সমস্যাগুলির মধ্যে যেমন- সাম্প্রদায়িক হানাহানি, সংস্কৃতিক বিভেদ ও ধর্মীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা ছিল, তেমনী এই সমস্যার পাশাপাশি জন্ম নিয়ে ছিল ছিটমহল সমস্যা। স্বাধীনতা প্রাপ্ত দুই রাষ্ট্রের মাঝে পরাধীন হয়ে পড়ে ছিটের অধিবাসীরা। যাদের সমস্যা সমাধানে ভারত-পাকিস্তান ও ভারত- বাংলাদেশের সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। তাদের দ্বারা গৃহীত চুক্তি গুলি ছিটমহল সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হয়ে ওঠে। তবুও ছিটমহলের মতো গুরুত্বপূর্ণ মতামতের বিষয়ে মতপাথক্য প্রকাশ পেয়েছে দুই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রকর্তাদের সিদ্ধান্তে। ২০১৫ সালের ৩১ সে জুলাই ছিটমহল বিনিময় দ্বারা উভয় দেশের রাষ্ট্রহীনতার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে ছিটমহল নিয়ে দুই দেশের চুক্তি সংক্রান্ত একাধিক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে-- জয়া চ্যাটার্জির প্রবন্ধ *'The Fashioning of Frontier: The Redcliffe line and The Bengal's Border Landscape 1947-52'*(১৯৯৯)' রেখা সাহার লেখা India-Bangladesh Relations (২০০০), Smruti S Pattanaik এর সম্পাদিত 'Four Decades of India-Bangladesh Relations-Historical Imperatives and Future Direction (২০১২)' মোহম্মদ সেলিমের '*বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক (২০১৬),* Robert G. Wirsing & Samir Kumar Das এর, 'Bengal's Beleaguered Borders: In there a fix for the Indian Subcontinent's Transboundary Problems? (২০১৬, Sreeparna Banerjee, Ambalika Guha and Anusua Basu Roy Chowdhury, এর লেখা প্রবন্ধ 'The 2015 India-Bangladesh Land Boundary Agreement: Identifying Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar (২০১৭), Debarshi Bhattacharya "*Land Boundary Agreement; 2015 Between India and Bangladesh –A post Implication Analysis from India's Perspective*"(২০১৭), রূপ কুমার বর্মণের গ্রন্থ '*Migration, State Politics and Citizenship: A Historical Study*

on India, Bangladesh and Bhutan'(২০২০), The Enclaves of the India-Bangladesh Border: History, Statelessness and Bilateral Relations, সজল নাগ এর Nation and Its Modes of Oppression in South Asia (২০২২), ইত্যাদি। ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল নিয়ে একাধিক গ্রন্থ কিংবা প্রবন্ধ লেখা হলেও, সীমান্ত সংক্রান্ত চুক্তির বিয়য়ে অস্পম্পূর্ণতা রয়ে গেছে।

এছাড়াও গবেষণা ধর্মী গ্রন্থের পাশাপাশি কথা সাহিত্য ও ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও ছিটমহল বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ, গল্প, সম্পাদিত বই লেখা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্যে 'ভারত-বাংলাদেশের ছিটমহলের জনজীবন ও তাদের ইতিহাস' প্রসঙ্গে দেশীয় রাজ্য থেকে স্বাধীনোত্তর পর্বের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে-

১। স্বাধীনোত্তর ভারত ও পাকিস্তান (পরবর্তী বাংলাদেশ) এর সীমানায় ছিটমহলের সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

২। বিশ্বের একাধিক দেশ রাষ্ট্রহীন জীবনের ইতিহাস যা ব্যাক্তি অথবা সীমান্ত সমস্যার সাথে ওতপ্রত ভাবে যুক্ত। ভারত ও বাংলাদেশের মত স্বাধীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রের ছিটমহল নিয়ে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পকর্কে তুলে ধরা হয়েছে।

৩। ছিটমহল সমস্যার সামধানকল্পে দুই দেশের সরকার গৃহীত পদক্ষেপ ও রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের আন্দোলন তাদের কিভাবে ছিটমহল বিনিময়ে রূপান্তরিত হয়েছিল তা উঠে আসবে।

৪। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে দুই দেশের রাষ্ট্রহীন অধিবাসীরা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি গ্রহণ করে। এই পরিচিতি গ্রহণের মধ্যদিয়ে সাবেকি ছিটমহল অধিবাসী ও বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা

অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কি পরিবর্তন হয়েছিল সেই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে।

৫। ভারতের মূল ভূখন্ডের যারা নাগরিকত্বের গ্রহণ করলেন তাদের দৈনন্দিন 'মনস্তাতিক দ্বন্দ্ব ও প্রতিকূলতার' বিষয়গুলি ক্ষেত্র সমীক্ষায় দ্বারা তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্প

বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রহীনতার মত সমস্যায় জর্জরিত ছিল। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর সীমান্ত চুক্তি নিয়ে দুই দেশ সমস্যা সমাধানে আগ্রহ দেখালেও তার প্রকৃত অবসান করতে ব্যর্থ হয়। দেশভাগের (১৯৪৭) পর বিচ্ছিন্ন দুটি রাষ্ট্র গঠন হলে সাবেকি ছিটের অধিবাসী ও বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা নব্য নাগরিকদের ক্ষেত্রে কিছু অসম্পপূর্ণতা রয়ে যায়।

ব্রিটিশ সরকারের নির্বাচত স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্‌ের তত্ত্বাবধানে ভারত ও পাকিস্তানের হাতে সীমানা নির্ধারণের দ্বায়িত্বভার দেওয়া হয়। কিন্তু ব্রিটিশ সাহেব সৃষ্ট সীমানার চিত্রে কুচবিহার রাজ্যের শাসন অধিনস্ত 'রাজওয়ারা' ও মুঘল শাসনাধীনে থাকা 'মোগলান' নিয়ে উদাসীনতা থেকেই স্বাধীনতা পরবর্তী দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিটমহলের জন্ম দেয়। এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলনে সম্প্রসারিত হয় উভয় রাষ্ট্রেই। ২০১৫ সালে ৩১সে জুলাই 'ছিটমহল বিনিময়ের' ফলে যার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই বিনিময়ের অভ্যন্তরে ছিল বিনিময় হয়ে আসা 'নব্য নাগরিক' ও 'সাবেকি ছিটের' মানুষেরা। এই নব্য নাগরিক ও সাবেকি ছিটের রাষ্ট্রহীনতার স্বপ্নপূরণে তাদের কতটা দৈনন্দিন জীবনে পরিবর্তন এনেছিল তা নিয়ে গবেষণা সন্দর্ভে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

১. ১৯৪৭ সালের ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন দুটি রাষ্ট্র গঠন হলেও দুই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছিটমহলগুলির ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রই একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও পূনাঙ্গ সমাধান নিয়ে আসতে ব্যর্থ হয়।

২. ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রহীনতা ও বিশ্বের অনান্য রাষ্ট্রহীন অধিবাসীদের তুলনামূলক পাথক্যগুলি আলোচিত হয়েছে।

৩. স্বাধীনোত্তর ছিটমহল সমস্যার জটিলতা ও উভয় রাষ্ট্রের দ্বিপাক্ষিক পদক্ষেপগুলি দেখানো হয়েছে।

৪. ছিটমহল জীবনের অভিজ্ঞতা (১৯৪৭-২০১৫) ও বিনিময় পরবর্তী জীবন সংগ্রাম তাদের নব্য নাগরিক ও সাবেকি অধিবাসীদের পরিচিয় করিয়েছে।

গবেষণারধর্মী প্রশ্নসমূহ

উপরিউক্ত প্রকল্পকে সামনে রেখে গবেষণা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে।

(i) বিশ্বের বিভিন্ন ছিটমহলের প্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যবর্তী ছিটমহলগুলি কিভাবে সীমান্ত অবস্থিত ছিটমহলগুলি সীমান্ত সমস্যার গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়ে পরিনত হয়েছে?

(ii) ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহল সমস্যা সমাধানে দেশ দুইটির মধ্যে সংগঠিত বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হয়েছিল?

(iii) এই সকল ছিটমহলে বসবাসকারী অধিবাসী নিয়ন্ত্রক দেশের (Host Country) ভূভাগে থাকাকালিন কিভাবে অবস্থান করেতেন এবং ছিটমহল বিনিময়ের পর তাদের অবস্থানের কি রকম পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়?

(iv) এছাড়া বিনিময় পরবর্তী পর্বে মূল ভূখন্ডে ফিরে আসা মানুষ কিভাবে মূলজনস্রোতে ফিরে আসার প্রয়াস করে চলেছে এবং এই প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র কিভাবে অংশীদার হয়ে উঠেছে?

এই সকল প্রশ্নসমূহ বর্তমান গবেষণা পত্রটির আলোচ্য বিষয়।

গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভের পূর্ণতা দান করার জন্য মুখ্যত প্রাথমিক উপাদান ও সহায়ক উপাদানগুলি ব্যবহার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলে লেখা তথ্যগুলির ভিত্তিতে স্বাধীনোত্তর পর্বে ছিটগুলির চরিত্রগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ধরা পরবে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ, দেশ-বিদেশের গবেষণাপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাধর্মী বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধানের জন্য দেশের অভ্যন্তরে কিংবা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত গ্রন্থগুলি সহায়তা করেছে, যেমন- উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার (কুচবিহার), ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), রাষ্ট্রীয় সংরক্ষনাগার (কলকাতা), জাতীয় অভিলেখাগার (নতুন দিল্লী) প্রভৃতি এবং বাংলাদেশের আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর গনপ্রজাতান্ত্রিক বাংলাদেশ সরকার (ঢাকা) থেকে সংগৃহীত গ্রন্থগুলি অধ্যায়ণে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের অধিবাসীদের বাস্তবতাকে পরিচিতি করিয়েছে।

২০১৫ সালের বিনিময় পরবর্তী কালের ঘটনাবলির জন্যে ক্ষেত্র সমীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বিনিময় পরবর্তী সময়ে ছিটমহলের মানুষের জন্যে দিনহাটা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী শহরে নির্মিত অস্থায়ী শিবির গুলোতে গিয়ে দীর্ঘদিন ক্ষেত্র সমীক্ষার সাথে যুক্ত থাকতে হয়েছে। এই সময়ে নাগরিকদের মৌখিক তথ্যাদি *(Oral Narrative)* সংগ্রহ করা হয়েছে। দীর্ঘদিন নাগরিকদের অস্থায়ী শিবির ও ততসংলগ্ন স্থানে বসবাসের অভিজ্ঞতা নাগরিকদের কাছে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা গেছে।

সরকার কেন্দ্রীক ছিটমহলের উন্নয়নে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল আদৌ তা কতটা সদর্থক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল তা উপলব্ধি করার জন্য পরিমানগত পদ্ধতি (*Quantitative Method*) এর ব্যবহার করা হয়েছে।

এছাড়াও বিভিন্ন সময়ের সরকারি আদমসুমারির তথ্য, যথা- ১৯৬৬ সালে আদমসুমারী, ২০১০ সালে উভয় রাষ্ট্রের ছিটমহলের জনগণনার তথ্য, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর জেলার গেজেটিয়ার, বিভিন্ন সাংগঠনিক পত্রিকা, বিভিন্ন সংগঠনের প্রচার পুস্তিকা, সংবাদ প্রতিবেদন, গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ, স্থানীয় বিভিন্ন পত্রিকাতে প্রকাশিত লেখার পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক চুক্তিগুলির ওপরেও আলোকপাত করা হয়েছে। ২০১৫ সালের বিনিময় পূর্বে ক্ষেত্রসমীক্ষার তথ্যাদি পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাংশের কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা, ছাড়াও প্রতিবেশী বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলায় ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হয়েছে ।

অধ্যায় বিন্যাস

ছিটমহল বিষয়ক বর্তমান সন্দর্ভটিকে চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই সন্দর্ভের ভূমিকাতে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা, সাহিত্য অভীক্ষা, গবেষণার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, গবেষণার উপাদান, গবেষণা পদ্ধতি ও প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রহীনতার উদ্ভব। এখানে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের পাশাপাশি বিশ্বের অন্যান্য দেশের রাষ্ট্রহীন বিচ্ছিন্ন ভূভাগগুলির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। যা বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলির অভ্যন্তরে থাকা রাষ্ট্রহীনতার সঙ্গে ভারত ও বাংলাদেশের ছিটমহলের চরিত্রগত পার্থক্য ও তুলনামূলক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা চাকলাগুলি ছিটমহলে উদ্ভব ও বিবর্তনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ের ক্ষেত্রে ছিটমহলের রাষ্ট্রহীনতা ও তাদের মানবাধিকারের বিষয়টিকে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে ছিটমহলের মানুষদের সংকটকে আন্তর্জাতিক, জাতীয় ও স্থানীয় স্তরে তুলে ধরার জন্য বিভিন্ন সংগঠনের যে ভূমিকা নিয়েছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া ছিটমহলের অভ্যন্তরে নাগরিকত্ব হীনতার স্বীকার হয়েছে বহু মানুষ। এই মানুষগুলো নিরাপত্তাহীনতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা ভারতীয় ছিটের থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে। এই নিরাপত্তাহীন বাস্তুচ্যুত হওয়া অধিবাসীদের সংকটকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ২০১৫ সালে ৩১শে জুলাই মধ্যরাতে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি ও বিনিময় পরবর্তী '*নব্য নাগরিক*' ও '*সাবেকী ছিটের*' অধিবাসীদের জীবন সংগ্রাম ও তাদের অমিমাংসীত দাবিগুলি নিয়ে বিশদ বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক তত্বগত ব্যাখ্যার সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ছিটমহলের ক্ষেত্র সমীক্ষার প্রয়োগ। বিশেষ করে ভারত ও বাংলাদেশের 'বিনিময় পরবর্তী' (২০১৫) ছিটমহলের মানুষের সমাজের দৈনিক চিত্র উঠে এসেছে। সরকারী বিভাগের নথিগুলি পর্যালোচনা ও সাবেকী ছিটের মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তনের দিকগুলি প্রত্যক্ষ করানোর জন্য আলোকচিত্র গুলি সংযোজনীতে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া দুই দেশ থেকে নিয়মিত প্রকাশ হওয়া দৈনিক সংবাদপত্র গুলির ভূমিকাও এই গবেষণাপত্রটিকে নিত্যদিনের প্রতিকূলতাকে সামনে নিয়ে এসেছে, যার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। যা গবেষণা সন্দর্ভে ব্যবহৃত প্রাথমিক ও সহযোগী উপাদানগুলির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে গ্রন্থপঞ্জিতে।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপাদান

বাংলা গ্রন্থ

ঘোষ, মুন্সি জয়নাথ: রাজউপাখ্যান, সম্পাদনা বিশ্বনাথ দাস, দ্বিতীয় সংস্করন., কলকাতা, মালা প্রকাশনী, ১৯৮৯. ইংরাজী অনুবাদ Rev. Robinson, কলকাতা ব্যাপ্টিস মিশন প্রেশ, ১৮৭৪.

ফার্সী গ্রন্থ

Allami, Abul Fazl: *Ain-i Akbari, (3 Vols.), vol. 1*, translated into English by Blochmann H., edited by Phillot D.C., reprint ed., New Delhi, Crown Publications, 1988;v*ol. II,* translated into English by Jarrett H.S. and revised by Sarkar Jadunath, reprint ed, (New Delhi, Crown Publications, 1988) and *vol. III*, translated into English by H.S. Jarrett, revised by Jadunath Sarkar, New Delhi, Classical Publishing Co., 1996.

সংস্কৃত গ্রন্থ

কালিকা পুরান, সম্পাদনা তর্করন্ত পঞ্চানন আচার্য, কলকাতা, নবভারত প্রকাশনী, ১৩৮৪ বি. এস.

সরকারি প্রকাশনা ও কার্যবিবরনী.

Administrative Report of the Cooch Behar State , Cooch Behar, The Cooch Behar State Press, *1884-1946.*

Census of India, Census of West Bengal, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991.

Hartley, A.C.: *Final Report of the Rangpur Survey and Settlement Operations,* Alipore, Bengal Government Press, 1940.

Hunter, W.W.: *Statistical Account of Bengal, vol. X, Darjeeling, Jalpaiguri and Cooch Behar,* reprint ed., Delhi, Concept Publishing House, 1984.

Martin, Montgomery: *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, (5 Vols.)*, reprint ed., New Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Stewart, Charles: *The History of Bengal,* London, 1813.

মৌখিক সাক্ষাৎকার: (ছিটমহল -বিনিময় পূর্বে ও পরবর্তী, ছিটমহল উদ্বাস্তু নাগরিকবৃন্ত)

মৌখিক সাক্ষাৎকার আকবর আলী, ১৭ই অক্টোবর, ২০১২।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বলরাম বর্ম্ ১৯সে ফেব্রুয়ারী, ২০১৩/২০১৬, ২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিরেন বর্মন, ১৯সে অক্টোবর, ২০১২।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিমল বর্মন, ২০ই মার্চ, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিনোদ বর্মন, ৬ই জুন, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিরেন বর্মন, ৮ই জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার বিষ্ণু বর্মন, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার দেব চন্দ্র বর্মন, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার ধনেশ্বর বর্মন, ১৫ই মে ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার গেনেন্দ্র নাথ বর্মন, ১৫ই মার্চ ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার হৃদয় নাথ রায়, ৮ই জুলাই ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার জগদীশ রায় প্রধান, ২০১৩, ২০১৬,২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার মনসুর আলম, ৯ই মে ২০১৩/ ২০১৬,২০১৮।

মৌখিক সাক্ষাৎকার মহঃ বেলাল হোসেন, ১৭ই অক্টোবর।

মৌখিক সাক্ষাৎকার নিতাই দাস, ৩রা জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রতাপ চন্দ্র বর্মন, ২০ই নভেম্বর ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার প্রমোদ বর্মন, ১লা আগষ্ট ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার শশী মোহন বর্মন, ১৫ই মার্চ, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার সুবল চন্দ্র বর্মন,৩১সে জুলাই, ২০১৩।

মৌখিক সাক্ষাৎকার সুবোধ চন্দ্র রায়, ১৭ই মার্চ, ২০১৩।

ছিটমহল বিনিময় হয়ে আসা ক্যাম্পের অধিবাসীদের সাথে সাক্ষাৎকার:

মৌখিক সাক্ষাৎকার নারায়ণ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার জয়প্রকাশ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার সবুজ রায়

মৌখিক সাক্ষাৎকার সোমার রায়

সহায়ক উপাদান

বাংলা গ্রন্থ

আহমেদ, খান চৌধুরী আমানতউল্লা: কোচবিহারের ইতিহাস, *Vol.1.* কোচবিহার, The Cooch Behar State Press, 1936, পূনমুদ্রন (সম্পা),কলকাতা, মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৯৯০।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল: কোচবিহারের ইতিহাস, সম্পা: আনন্দ গোপাল ঘোষ ও নারায়ণ সাহা, দাজ্জিলিং, উত্তরবঙ্গ ইতিহাস প্রকাশনী পরিষদ, ১৯৯০।

বন্ধ্যোপাধ্যায়, ভগবতী চরন, কোচবিহারের ইতিহাস, কোচবিহার, দ্যি কুচবিহার স্টেট প্রেস, ১৮৮৪,

বন্ধ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ (সম্পা:): দেশভাগ দেশত্যাগ, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ১৯৯৪।

---------: *স্মৃতি আর সত্তা,* কলকাতা, পোগ্রেসিভ পাবলিকেশন্, ১৯৯৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময়: উদ্বাস্তু, কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৭০।

চাকী, দেবব্রত: ব্রাত্য জনের বৃতান্ত: প্রসঙ্গ: ভারত-বাংলাদেশ ছিটমহল, কলকাতা, সোপান, ২০১১।

চক্রবর্তী প্রফুল্ল কুমার : প্রান্তিক মানব: পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু জীবনের কথা, কলকাতা, প্রতিক্ষন পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

বিশ্বাস রাজর্ষি (সম্পাঃ) : ছিটমহল ইতিহাস জনজীবন সংস্কৃতি, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮।

বিশ্বাস রাজর্ষি (সম্পাঃ): ছিটমহলের নতুন গল্প, কলকাতা, গাঙচিল, ২০১৮।

রববানী মোহম্মদ গোলাম: বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহলঃ অবরুদ্ধ ৬৮ বছর, ঢাকা, প্রথমা প্রকাশন, ২০১৭।

রায়চৌধুরী লাডলীমোহন: ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯।

সেলিম মহম্মদ: বাংলাদেশ ভারত সম্পর্ক, ঢাকা, বাংলা একাডেমি, ২০০৯।

ইংরাজী গ্রন্থ

Banerjee, Parul. Basu Rou Choudhury and Ghosh Atig (ed.): The State of Being Stateless: An account of South Asia, Delhi, Orient Blackswan, 2016.

Barma, Sukhobilash (eds): *Socio-political movements in North Bengal(A Sub-Himalayan Tract)* edited by Sukhobilash Barma, (Global Vision Publishing House, New Delhi), 2007.

Barman, Rup Kumar: *The Origin and Evolution of the Enclaves of India and Bangladesh: A Historical Study'* (Avhijeet Publication, New Delhi) 2019.

----------: *Migration, State Politics and Citizenship: A Historical Study on India, Bangladesh, and Bhutan; Aayu Publication,* New Delhi, (2021),

----------: The Enclaves of the India-Bangladesh Border: History, Statelessness and Bilateral Relations, (Routledge, 2023).

Butalia, Urvashi: Community, State and Gender: On women Agency during partition, *Economic and Political Weekly, 24th April 1993.*

----------: *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India,* New Delhi, Penguin Books, 1998.

Catudal, Honore Mark: *"Exclaves," Cahiers de Geographic de Quebec 18(43)1974:* pp107-36; "Berlins New Boundaries", Cahiers de Geographic de Quebec 18 (43) 1974: 213-36.

Chakraborti, Prafulla K.: *The Marginal Men: The Refugees and the Left Political Syndrome in West Bengal,* Kalyani, Lumiere Books, 1990.

Chatterji, Joya: *The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967.* Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Chaudhuri, Harendra Narayan: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlements*, Cooch Behar, The Cooch Behar State Press, 1903.

Das, Durga (ed): *Sardar Patel's Correspondence 1945-1950, 10 Vols*. Ahmedabad, Nabajiban Publishing House, 1973.

Das, Suranjan: *Communal Riots in Bengal, 1905-47,* Oxford University, South Asian Studies, 1991.

Ghosh, Parth S: Unwanted and Uprooted: A Political Study of Migrants, Refugees, Stateless and Displaced of South Asia, New Delhi, Samskriti, 2004.

Guha, Amalendu: *Medieval and Early Colonial Assam, Society Polity Economy,* Calcutta, K.P. Bagchi & Co. 1991.

Gupta, U.N.: *The Human Rights: Conventions and Indian Law*, New Delhi, Atlantic Publishers and Distributors, 2004.

Karan,P.P.: *A Free access to Colonial Enclaves*, Annals of the Association of American Geographers, 50 (June, 1960),

----------*The India-Pakistan Enclaves Problem*, Professional Geographers 18 (1966) Karma, A.J.: *The Prolonged Partition and Its Pogroms: Testimonies on Violence against Hindus in East Bengal 1946-64,* New Delhi, Voice of India , 2000.

Martin, Montgomery: *The History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, (5 Vols.)*, reprint ed., New Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Menon, V.P.: Integration of the Indian States, reprint ed., Madras, Orient Longman Ltd., 1995.

Misra, Omprakash (ed): *Forced Migration in the South Asian Regions: Displacement, Human Rights and Conflict Resolution,* New Delhi, Manak Publications Pvt. Ltd, 2004.

Mishra, Promod Kumar: Human Rights in South Asia, Kalpaz Publication, New Delhi, (2004).

Nag, Sajal: *Nation and Its Modes of Oppression in South Asia*; (Routledge India, London), 2023।

Poole Ross: Nation and Identity, London, Routledge, 1999.

Pradhan, Amar Ray: *Rules of Jungle,* Calcutta. N.D.

Rabbani, Md. Golam: Statelessness in South Asia: Living in Bangladesh-India enclaves in *Theoretical Perspective, Vols 12 and 13* (2005-2006).

Roy, Anupama: Oxford India Short Introductions: Citizenship in India, New Delhi, Oxford University Press, 2016.

Ruiz, Casetello Del: *Llivia, Imprenta del Servicio Geografico del Ejercito*, Madrid, 1976.

Saha, Rekha*: India Bangladesh Relations*, Calcutta, Minerva Associates Publication Pvt. Ltd, 2000.

Samaddar, Ranabir: *Marginal Nation: Trans-border Migration from Bangladesh to West Bengal*, New Delhi, Sage, 1999.

Schendel, Willem van: Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves, *the Journal of Asian Studies, 61.no 1 (February, 2002*), 115-147.

Whyte, Brendan R.: *Waiting for the Esquimo: A Historical and documentary Study of the Cooch Behar Enclaves of India and Bangladesh,* Melbourne, University of Melbourne Press, 2004.

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা:

The Cooch Behar Gazette,

The Daily Star

উত্তরবঙ্গ সংবাদ (শিলিগুড়ি)

আনন্দবাজার পত্রিকা

'উওর প্রসঙ্গ' কুচবিহার

প্রথম আলো, ইদ সংখ্যা

বর্তমান (শিলিগুড়ি)

আন্তর্জাতিক দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি ও কনফারেন্স:

'*A Study of Stateless,* United Nations, August 1949, Lake Success-New York'.

'*Convention on the Reduction of Statelessness* adopted on 30 August 1961 by a Conference of Plenipotentiaries which met in 1959 and reconvened in 1961 in pursuance of General Assembly resolution 896 (IX) of 4 December 1954.

Human Rights in Bangladesh 1997, Bangladesh legal aid and services trust (BLAST); Madaripur legal aid association (MLAA); Ain O salish kendra (ASK); Odhikar, The University Limited, Dhaka,

International Covenant on Civil and Political Rights (1966) (Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966 Optional Protocol to the above-mentioned Covenant, Adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December 1966.

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966), adopted and opened for signature, ratification, and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI), of 16 December 1966, entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27

International convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (1965).

Refugees International: A collection of photos from Refugees International missions focused on Statelessness, March 2009.

The Constitution (Ninth Amendment) Act, 1960 (28th December, 1960)

The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (1979),

The Convention on the Rights of the Child (1989),

The United Nations Organizations: Guiding Principles on Internal Displacement, New York, United Nations Publications, 2001, reprint edition, Geneva, United Nations Publications, 2004.

UN Declaration for Elimination of Violence against Women (1993).

UN Convention on the Rights of the Child (1989).

UNHCR: *The 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons: Implementation within the European Union Member States and Recommendations for Harmonisation*, October, 2003.

UNHCR: *The Concept of Stateless Persons under International Law, Summary Conclusions* (Prato, 2010).

UNHCR: *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the office of the High Commssioner for Human Rights; compilations Report Universal Periodic Review: Republic of Maldives.*

UNHCR: *Submission by the United Nations High Commissioner for Refugees For the office of the High Commssioner for Human Rights; compilations Report Universal Periodic Review: Republic of Afghanistan.*

বাংলা প্রবন্ধ:

কবির শাহরিয়ার: বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা, ঢাকা, অনন্যা, ২০১৩।

চাকী, দেবব্রত (সম্পাদনা): ছিটমহল ও মানবাধিকার, উত্তর প্রসঙ্গ একটি আত্ম-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জানার্ল, কোচবিহার, ২০০৮।

চাকী, দেবব্রত (সম্পাদনা):এক কুড়ি বর্ষে তিনবিঘা কড়িডর সীমান্ত সমস্যা ও স্থলসীমা চুক্তি ১৯৭৪-র প্রাসঙ্গিকতা, উত্তর প্রসঙ্গ একটি আত্ম-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জানার্ল, কোচবিহার, vol-6.No. 7, জুলাই-২০১২, পৃ.পৃ.৫-২৫।

-----রায়, গোবিন্দ: 'ভারতভূমি ও তিনবিঘা হস্তান্তরের ২০ বছর' কিছু কথা।

-----গুহ, সুশান্ত: রক্তাক্ত তিনবিঘা'স কুড়ি বছর।

দাশ, অভিজিৎ: তিনবিঘা আন্দোলন: প্রেক্ষাপট ও প্রকৃতি; দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা): *তিনবিঘা গনচেতনার গতি প্রকৃতি- এই গন আন্দোলন বিষয়ক সংকলন*, কোচবিহার বইমেলা, জানুয়ারী ২০১০, কোচবিহার

পাল, সাধন কুমার: ছিটমহল সমস্যার সমাধানে প্রয়োজন ভারতীয় ছিটমহলে করিডোর ও উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা) উত্তর প্রসঙ্গ, বর্ষ ২০১৩/১৪২০, জুন-জুলাই সংখ্যা ১৩, নং ৬-৭।

বর্মা ধর্মনারায়ণ ও মান্তা ধনেশ্বর: কামরূপ কামতা কুচবেহার রাজ্যের ইতিহাস, প্রকাশক মিনতি অধিকারী, কুচবিহার, ২০০৫।

বর্মণ, রূপ কুমার: ইতিহাস, ঐতিহাসিক ও ইতিহাস চর্চা কোচবিহার রাজ্যে রচিত ইতিহাসের একটি বিশ্লেষণ, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা), উত্তর প্রসঙ্গ – একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, কোচবিহার, এপ্রিল ২০১৪।

বর্মণ, রূপ কুমার: ছিটমহল বৃতান্ত: উত্তরবঙ্গের ছিটমহল ও ছিটমহল বাসীদের প্রান্তিকতার বিবিরন, অর্ন্তমুখ, *Vol-3, No. 1, (July-Sep 2013)*.

রায় হরিপদ, অভিজিৎ দাস (সম্পাঃ): গন আন্দোলনে কোচবিহার, কলকাতা, অ্যালবাট্রাস, ২০১৯।

রায়, হরিশ চন্দ্র: ছিটমহল সমস্যা প্রসঙ্গ আড়াই বিঘা কড়িডোর ও বোদেশ্বরী মন্দির, দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা) উত্তর প্রসঙ্গ, বর্ষ ২০১৩/১৪২০, জুন-জুলাই সংখ্যা ১৩, নং ৬-৭।

রায়, হরিশচন্দ্র: স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- "বেরুবাড়ি আন্দোলন", দেবব্রত চাকী (সম্পাদনা); *উত্তর প্রসঙ্গ, বইমেলা সংখ্যা*, ১৪১৫/২০০৮-০৯, ২য় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, কোচবিহার।

রায়, হরিশ চন্দ্র: স্বাধীনোত্তর উত্তরবঙ্গের গন আন্দোলনের ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন, উত্তরবঙ্গ, Vol-2, no. 4 (২০০৮-২০০৯) ।

রায়চৌধুরী, শুভপ্রতিম: না নাগরিকের নাভিশ্বাস ভারত বাংলাদেশ জটিল মানচিত্রে অবস্থিত 'ছিটমহল'- এর যাপনকথা, কষ্টকথা, বাংলার মানবাধিকার সুরক্ষা মঞ্চ (মাসুম)।

ইংরাজী প্রবন্ধ

Barman, Rup Kumar: The proxy citizens of North Bengal A Study on the present condition of the people of Indian enclaves in Bangladesh; *Karatoya*, University of North Bengal, Hist. Vol.7, Siliguri.

Barman, Rup Kumar: Contested Indentity of Stateless Indians: A Study on the Chhitmahal-dwellers of India-Bangladesh Border Zones, Krishana Banerjee and Prasanta Mondal (Edited): *One The Twin Wheels Unity and Plurality India Through Ages*, Aruna Prakashan, Kolkata, pp. 41-86.

Banerjee, R. N.: An Account of Enclaves –Origin and development, in B. Ray(ed): *District Census Handbook Cooch Behar,* Alipore, 1966, pp.128-133.

----------: Indo-Pakistani Enclaves, *India Quarterly 25(1969),* 254-7.

Banerjee Sreeparna, Guha Ambalika, Basu Roy Chaudhury Anasua: The 2015 India-Bangladesh Land Constraints and Exploring Possibilities in Cooch Behar, ORF (Observer Research Foundation), July 2017.

Bose, Partha Pratim: The Indo-Bangladesh 'Enclaves' ana a Disinherited People, Journal of International Relations, Vol-15, Jadavpur University, (2011).

Chatterji, Joya: The Fashioning of a Frontier: The Radcliffe Line and the Bengal's Border Landscape, 1947-52", *Modern Asian Studies*, *vol 33, no 1 (1999),* pp. 185-242.

Choudhury, Sushmita & Hussian, Maria: Gray Image of Humanity in the Enclaves Zone, National Human Rights Commission, Bangladesh, Dhaka, 2013.

Hamilton, Buchanan: Account of Rungpur*, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 73.I.7 (1838),* pp.1-19.

Jones,Reece: Sovereignty and statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh written By Political Geography 28 (2009).

Jones, Reece: Sovereignty and Statelessness in the border enclaves of India and Bangladesh, *Political Geography*, 28 (2009), pp. 373-381.

Robinsen, G.W.S: West Berlin: *The Geography of an enclave, Geographical Review, 43(1953),* pp. 540-57.

---------: Exclaves: *Annals of the American geographers, 49(September)* 1959, pp-283-95.

Schendel Van Willem: Stateless in South Asia: The Making of the India-Bangladesh Enclaves; *The Journal of Asian Studies*, Vol-61, No.1 (Feb-2002), pp. 115-147.

Unpacking Bangladesh's 2014 Elections A Clash of the "Warring Begums" written by Pavlo Ignatie

Lives outside the map: the case of Angorpota-Dohogram Enclave, Bangladesh written by. M Atiqur Rahman, Md. Mahbub Murshed, Nahid Sultana,

IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS) Volume 9, Issue 1 (Mar. - Apr. 2013), PP 71-76

Wirsing G. Robert and Das Samir Kumar: Bengal's Beleaguered Borders: Is there a fix for the Indian Subcontinent's Transboundary Problems? The Asia Papers, No.I, Center for International and Regional Studies, Georgetown University School of Foreign Service in Qatar, 2016.

Webliography

- IOSR Journal (iosrjournals.org)
- https://idsa.in/strategicanalysis/BorderManagementDilemmaofGuardingtheIndiaBangladeshBorder_nsjamwal_0104
- http://ontology.buffalo.edu/smith/baarle.htmhttps://sgp.fas.org/crs/row/R46651.pdf
- http://www.traveladventures.org/continents/asia/madha-nahwa-enclave.html
- https://books.openedition.org/obp/4562?lang=en#tocfrom1n3
- https://www.unhcr.org/ibelong/aboutstatelessness/#:~:text=What%20is%20statelessness%3F,the%20nationality%20of%20any%20country
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/internationalcovenantcivilandpoliticalrights#:~:text=Article%2024,1.&text=Every%20child%20shall%20have%2C%20without,family%2C%20society%20and%20the%20State.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial.
- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/conventioneliminationallformsdiscriminationagainstwomen#:~:text=

of%20international%20organizations.,Article%209,change%20or%20retain%20their%20nationality.

- https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/convention-rights-child.
- https://www.un.org/.
- http://www.bdembassyusa.org/uploads/forms/Citizenshiplaw%20amendment.pdf.
- http://athmandupost.eksantipur.com/news/2015-09-30/.
- www.institute.org/wb2015-02-Rothe pdf.
- www.rcusa.org/blog.
- www.refworld.org/docid/50aca6112.html.
- https://prsindia.org/theprsblog/explainer-citizenship-amendment-bill-2019
- https://gjia.georgetown.edu/2022/06/14/the-perpetual-foreigner-statelessness-among-the-vietnamese-minority-in-cambodia/.
- https://www.refworld.org/docid/3ae6b4f71b.html.

গবেষকের স্বাক্ষর

তত্বাবধায়কের স্বাক্ষর